

■ কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড

বিভাগ/অধ্যায়ঃ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নিষিদ্ধ কর্মসমূহ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

৮৩. জায়গা-জমিন কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া যাতে করে নিজ ওয়াজিব কাজে অমনোযোগ সৃষ্টি হয়

আবু ইবনু মাস'উদ্দ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

لَا تَتَخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا

“তোমরা জায়গা-জমিন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পেছনে এমনভাবে পড়ে যেও না যাতে করে তোমরা একদা দুনিয়াদার হয়ে যাও”।[1]

আবু সাউদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

وَإِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا ، أُرْبِعٌ : عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَائِلِهِ ، وَمِنْ قُدَّامِهِ ،
وَمِنْ وَرَائِهِ

“চরম দুর্ভোগ অধিক সম্পদ সঞ্চয়কারীদের জন্য। তবে যারা ডানে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে তথা চতুর্দিকে দান করেছে তারা নয়”।[2]

আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

الْأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ

“বেশি সম্পদশালীরা কিয়ামতের দিন নিচু হয়ে থাকবে। তবে যারা ডানে, বাঁয়ে সাদাকা করেছে এবং পরিত্র মাল সঞ্চয় করেছে তারা নয়”।[3]

আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সা.) ইরশাদ করেন:

تَعِسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ ، وَعَبْدُ الْخَمِيسَةِ ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، تَعِسَّ وَانْتَكَسَ ، وَإِذَا
شِيكَ قَلَّا انْتَقَشَ

“ধৰ্মস হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম! ধৰ্মস হোক পোশাক-পরিচ্ছদের গোলাম! তাকে কিছু দিলে খুশি। না দিলে বেজার। ধৰ্মস হোক! কখনো সে সফলকাম না হোক! সমস্যায় পড়লে সমস্যা থেকে উদ্বার না হোক! (কাঁটা বিঁধলে না খুলুক)”।[4]

আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সা.) ইরশাদ করেন:

مَا أُحِبُّ أَنْ أُحْدِأ عِنْدِي ذَهَبًا ؛ فَتَأْتِيَ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ ؛ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي قَضَاءِ دِينِ

“আমি পছন্দ করি না যে, উভদ পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণ হয়ে যাবে; অথচ আমার উপর তিনটি রাত অতিবাহিত হবে। আর আমি ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছু আমার নিকট রেখে দিয়েছি”।[5]

>

ফুটনোট

- [1] (আস্ত-সিলিলাতুস-স্বাহী'হাত্, হাদীস ১২)
- [2] (ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪২০৮)
- [3] (ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪২০৫)
- [4] (বুখারী, হাদীস ২৮৮৬, ২৮৮৭ বায়হাকী : ৯/১৫৯, ১০/২৪৫)
- [5] (ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪২০৭)

⌚ Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11333>

 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন